উন্নয়নের দাবীতে পথ-চলা

সিঙ্গুরে টাটা কোম্পানী মোটর গাড়ির কারখানা করবে। জমি অধিগ্রহণের দায়িত্ব নিয়েছে সরকার। অনেকেই স্বেচ্ছায় জমি দিতে চায়নি। অবশেষে পুলিশ ও র‍্যাফ নামিয়ে গ্রামের মানুষকে পিটিয়ে জমির দখল নেওয়া হয়েছে। কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ঘিরে নেওয়া হয়েছে জমি। যারা দেয়নি তাদের জমিও চলে গেছে বেড়ার মধ্যে। এরপর নানান অসত্য ও অর্ধসত্য প্রচার চলছে সরকারের তরফ থেকে। গোটা ঘটনাপ্রবাহ লক্ষ্য করে সাধারণ মানুষ হিসেবে আমরা উদ্বিগ্ন বোধ করছি। বলা হচ্ছে উন্নয়নের স্বার্থেই এসব করা হচ্ছে। এর প্রতিবাদ যারা করছে, তারা নাকি উন্নয়ন-বিরোধী। আমরা এই অভিযোগের প্রতিবাদ করছি।

একটি সুস্থ উৎপাদনশীল কৃষি-জমি-নির্ভর জনগোষ্ঠীকে উচ্ছেদ করে তার জায়গায় শিল্প-কারখানা নির্ভর আরেকটি গোষ্ঠী এনে বসানটা কোন ধরনের উন্নয়ন আমরা বুঝতে পারছি না। কিছু মানুষের জীবিকা-হরণ করে অন্য কিছু মানুষের জীবিকার ব্যবস্থা করাটা কোনো সুস্থ চিন্তার পরিচয় নয়। সিঙ্গুরের মানুষেরা কাজে-কর্মে, খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভর একটি জনগোষ্ঠী । প্রায় বিশ হাজার মানুষ তাদের মত করে সুস্থ জীবন যাপন করছিলেন সেখানে। তাদের এই সুস্থিত জীবনযাত্রা ভেঙ্গে তছনছ করে দেবার অধিকার কে দিয়েছে সরকারকে? মানুষ কিভাবে জীবন যাপন করবে তা সে নিজেই ঠিক করবে। এটা তার মৌলিক অধিকার। উন্নয়নের জিগির তুলে এই অধিকার কেড়ে নেবার এক্তিয়ার নেই কারো। বুঝতে হবে কৃষকের কাছে ভিটে-মাটি হারান কেবলমাত্র জীবিকা হারান নয়। উৎসব পার্বন আনন্দ বেদনা সহ একটা গোটা গ্রামীণ জীবনের চালচিত্র হারান।

সরকার ক্রমাগত প্রচার করছে বিনিয়োগ মানেই উন্নয়ন। বিনিয়োগ মানে প্রচুর চাকুরি। সত্যিই কী তাই? যেকোনো শিল্প স্থাপন মানেই কী প্রচুর চাকুরি? ধরা যাক সিঙ্গুরের কথা। আধুনিক একটি গাড়ির কারখানা হবে সেখানে। ওই ধরনের শিল্পে এখনকার হিসেবে প্রতি পাঁচ কোটি টাকা বিনিয়োগে চাকুরির সুযোগ হতে পারে মাত্র একজনের। আসলে দেখতে হবে কার স্বার্থে এই মডেলের শিল্পায়ন? কী মূল্যে এই শিল্পায়ন, কে সেই মূল্য দিচ্ছে, আর তার সুফল ভোগ করছে জনসাধারণের কত শতাংশ? এসব প্রশ্ন,ই আমাদের তুলতে হবে। যেমন সিঙ্গুর নিয়ে আমাদের প্রশ্ন স্থানীয় মানুষ কী ভাবে উপকৃত হবে এই গাড়ির কারখানা থেকে? তাদের পক্ষে এই কারখানা তেমন মঙ্গলজনক হলে নিশ্চয়ই সিঙ্গুরের মানুষ তা সাদরে গ্রহণ করত। মোটর গাড়ি তাদের কোন ব্যবহারে লাগবে? আর চাকুরি? তাদের কজনই বা কাজ পাবে এই কারখানায়? তা ছাড়া হঠাৎ তারা পেশা বদল করতে যাবেইবা কেন? সম্মতি ছাড়া কাউকে ভিটে-মাটি-জীবিকা থেকে উৎখাত করা মানে তো বাঁচার অধিকার কেরে নেওয়া।

আমরা জানি দ্রুত গাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য নানাভাবে এর মূল্য দিতে হচ্ছে আমাদের। বিদেশ থেকে আমদানি করা তেলের বিল মেটাতে এমনিতেই আমাদের হিমশিম অবস্থা। গাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি মানে তেলের জন্য ভরতুকির বোঝা বাড়ান। যেটা সরকার তুলে নেবেন আমার আপনার সবার ওপর ট্যাক্স বসিয়ে। যারা ওই গাড়িতে চড়ছে না তাদেরকেও বইতে হবে করের বোঝা। গাড়ি থেকে ছড়াবে যে দূষণ, তাতে ফুসফুস ঝাঁঝরা হবে সাধারণ মানুষের। গাড়ি বাড়লে দরকার আরো রাস্তা। কিন্তু সে রাস্তা তৈরির জন্য লাগে হাজার হাজার কোটি টাকা। যা আমাদের মত দেশকে ঋণ হিসেবে জোগাড় করতে হয়। যে ঋণ শোধ করার দায় এসে পড়ে সাধারণ মানুষের ওপর। আবার রাস্তার জন্য দরকার হাজার হাজার একর চাষের জমি। সেও কেড়ে নেওয়া হয় কৃষকদের কাছ থেকেই। এ কেমন ন্যায় বিচার?

কলকাতা শহরে এখন বেশ কিছু ফ্লাইওভার, হোটেল, শপিং-মল, হাই-রাইজ বিল্ডিং, সিনেমা-কমপ্লেক্স, ফুড-প্লাজা, চোখে পড়ছে বটে। সারকার আমাদের বোঝাতে চাইছেন এটাই নাকি উন্নয়ন। কিন্তু সাধারণ মানুষ কী মেনে নেবেন এটাই প্রকৃত উন্নয়ন? আসলে প্রশ্ন করতে হবে কাদের জন্য এই হোটেল, শপিং-মল, ফুড-প্লাজার আয়োজন? সরকার বলছে এসব না হলে নাকি দেশ-বিদেশের বিনিয়োগকারী পুঁজিপতিরা আসবে না এরাজ্যে। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন এসব বিনিয়োগকারীদের আনতে হলে এই রাজ্যের বিপুল সংখ্যক কৃষিজীবিদের বাস্তুচ্যুত করতে হবে কেন?

আমাদের আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে এদের বিনিয়োগের ফসল ফলবে এবং সেই ফসল চুঁইয়ে দেশের মানুষের জীবনে স্বচ্ছলতা আসবে! আমরা তো শুনতে পাই ইতিমধ্যে প্রচুর বিনিয়োগ হয়েছে এ রাজ্যে। তাহলে কেন এখনও গ্রামে-গঞ্জে শিশুদের শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় স্কুল করতে হয় খোলা ছাদের নীচে? কেন এই রাজ্যের বেশীর ভাগ মানুষের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা যায়নি আজও? কেন হাসপাতালে গিয়ে আনাদরে মরতে হয় অসুস্থ শিশু, প্রসূতি ও বৃদ্ধদের? এমন বহু কেন কেন কেন প্রশ্নের উত্তর মেলে না। এসব ক্ষেত্র কী উন্নয়নের যোগ্য নয়?

পশ্চিমের ধনী দেশের পথ আমাদের পথ হতে পারে না। গোটা দুনিয়ার সম্পদ শুষে পশ্চিমীদের এই চাকচিক্য। পৃথিবীর জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশের মত মানুষের বাস সেখানে। তারা ভোগ করছে পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ সম্পদ। তাদের মত আমাদেরও সবার ঘরে ঘরে

মোটর গাড়ি হতে পারে না। তবুও আমাদের দেশের অল্প কিছু মানুষের ভোগের আয়োজন করতে ডেকে আনা হচ্ছে দেশী বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানী ও বিনিয়োগকারীদের। উন্নয়নের নামে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে দেশের জল-জমি-জঙ্গল। শিল্প স্থাপন বা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের নামে তারা দখল করে নিচ্ছে আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ ভান্ডার। আর সেখান থেকে উৎখাত হয়ে যাওয়া মানুষ প্রকৃতির আশ্রয় হারিয়ে বিপন্ন হয়ে পড়ছে। আরও কঠিন হয়ে পড়ছে তাদের জীবনযাপন। এর নাম উন্নয়ন? কোথায় কবে কে শুনেছে এত বিশাল জনসংখ্যার দেশে এই পথে দারিদ্রমোচন হয়েছে? কেউ বিশ্বাস করবে না যে বহুজাতিক সংস্থার উদ্দেশ্য হল সাধারণ মানুষের দারিদ্রমোচন।

না, উন্নয়নের নামে আর ভিটে-মাটি-জমি থেকে মানুষকে উৎখাত করা চলবে না। বেশ কয়েক কোটি মানুষ ইতিমধ্যেই দেশের মধ্যেই বাস্তুহারা। তাই এবার উন্নয়নের পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে স্থানীয় মানুষের সম্মতি নিয়ে এবং তাদের সহযোগিতায়। কৃষি এবং কৃষি-ভিত্তিক শিল্প হোক আমাদের উন্নয়নের লক্ষ্য। লক্ষ্য হোক বৈভব নয়, শান্তিতে জীবনধারণ। জ্বলানীসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ ইতিমধ্যে অনেকটাই প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। তাই বিকল্প শক্তি ব্যবহারের কথা মাথায় রেখে উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি করতে হবে। স্বল্প-শক্তি খরচে শ্রম-নিবিড় শিল্পের কথা ভাবতে হবে। মেগা-শহর তৈরি না করে ছোট ছোট স্বয়ম্ভর স্বয়ংসম্পূর্ণ জনপদ গড়ে তুলতে হবে। অনাবশ্যক ভোগ্যবস্তু পরিহার করতে হবে। শুধু নিজেদের বেঁচে থাকার কথা নয়, ভাবতে হবে আমাদের সন্তান-সন্ততিদের কথাও। তাদের জন্য প্রকৃতি সংরক্ষণ করতে হবে, রেখে যেতে হবে প্রাকৃতিক সম্পদ।

হাজার কয়েক বছর ধরে গড়ে ওঠেছে মানুষের সভ্যতা। হঠাৎ বিজ্ঞান-প্রযুক্তির কিছু বিদ্যা অর্জন করে এক অংশের মানুষ কান্ডজ্ঞানহীনের মত কাজ করছে। এক শতকেই পৃথিবীটাকে নিঃস্ব রিক্ত করে তুলেছে। গ্লোবাল-ওয়ার্মিং আর জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদ আসন্ন। এসব-ই ভোগবাদী উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিণাম। এই উন্নয়নের পথকে আমরা অপ-উন্নয়ন আখ্যা দিচ্ছি। এই পথকে আমরা উন্নয়নের নামে অল্প সংখ্যক ক্ষমতাবান মানুষের দ্বারা বৃহত্তর অংশের মানুষের ওপর আক্রমণ বলে মনে করছি। আমরা সেই উন্নয়নের কথা বলছি, যা দিয়ে দেশের সম্পদ আমরা সবাই মিলে সমানভাবে ভাগ করে ভোগ করতে পারি । এই প্রসঙ্গে আমরা রবীন্দ্রনাথের বহু দিন আগে বলা একটি কথা স্মরণ করতে পারি --

'.....যে দুর্বিপাক আজ আমাদের সমাজ আর সম্পদকে গ্রাস করতে উদ্যত, তার ফল বিধ্বংসী, কারণ তা পরিমিত পরিসরে আবদ্ধ হয়ে নেই। .....নিয়ন্ত্রণহীন উৎপাদন আর তার সঙ্গে বিজ্ঞাপনের উতরোল-এর দ্বারা এক বিপুল পরিমাণ সম্পদ এবং প্রাণশক্তি অপচিত হচ্ছে ....যে সভ্যতা এমন এক অপ্রাকৃতিক ক্ষুধায় মত্ত, বাঁচার জন্য তাকে অবশ্যই অগণন মানুষকে সংহার করতে হবে। পৃথিবীর যেসব দেশে মানুষের মাংসের দাম সস্তা, সেইসব জায়টায় এই কাজটাই করতে চাওয়া হচ্ছে।' ----রবীন্দ্রনাথ (ভূসম্পদের বিত্তহরণ)

আসুন আমরা একযোগে ভোগবাদী উন্নয়ন পরিকল্পনার বিপরীতে সুস্থ অনাড়ম্বর সাম্যভিত্তিক জীবনের দাবী জানাই।

সিঙ্গুরের মডেলে উন্নয়ন নয়
ভিটে-জমি-জীবিকা-চ্যুত করে উন্নয়ন নয়
সবার আগে চাই সবার জন্য খাদ্য, পানীয়-জল, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা
কৃষি ও কৃষি-ভিত্তিক শিল্প হোক আমাদের পরিকল্পনার লক্ষ্য
বৃহদায়তন শিল্প নয়, মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার চাই
প্রকৃতি ধ্বংস করে ও দূষণ ছড়ায় এমন শিল্প নয়
উন্নয়ন হোক স্থানীয় মানুষের সম্মতিতে ও সাগ্রহ অংশগ্রহণে
জ্বালানী-সাশ্রয় হোক উন্নয়ন ভাবনার মূল নির্দেশক
নিউক্লিয়ার-শক্তি নয় বায়ু, জল, সৌর শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি চাই

২৩শে ডিসেম্বর '০৬ শনিবার জমায়েত: দেশবন্ধুপার্ক বেলা:১টা যাত্রা পথ:দেশবন্ধুপার্ক থেকে এ পি সি রোড হয়ে কলেজ স্কোয়ার

আহ্বায়কদের পক্ষে : মহাশ্বেতা দেবী, মেহের ইঞ্জিনীয়ার, সঞ্জীব মুখার্জী, অভী দত্ত মজুমদার, মধুসূদন রায়, সায়ন চক্রবর্ত্তী, সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়, অনিলেশ মোহরী, সুদেষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভাশিস মুখার্জ্জী, রবীন চক্রবর্ত্তী।

'ওয়াক ফর ডেভেলপমেন্ট ২০০৬'-এর পক্ষে ১৩৪ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড, কোলকাতা-৮৫ (২৩৭৩১৯২১) থেকে আনন্দ চক্রবর্তী দ্বারা প্রকাশিত